Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, সোমবার, ২১ মাঘ, ১৪৩০

বাস চালাও-ব্যবসা বাঁচাও : মানুষের পরিবহন খরচ কমাও

দাবিতে নাগরিক কনভেনশন বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান শহর ও সংলগ্ন অঞ্চলগুলির নাগরিকদের স্বার্থে 'বর্ধমান শহরের ভিতর দিয়ে বাস চালাও-ব্যবসা বাঁচাও' মানুষের পরিবহন খরচ কমাও তিনকোনিয়াতে সিটি বাসস্ট্যাণ্ড চালুর দাবিতে এবং 'শশাঙ্ক বিল' ভরাটের বিরুদ্ধে বর্ধমান লায়ন্স ক্লাব সেমিনার হলে বিভিন্ন গণসংগঠনের আহ্বানে একটি নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনকে পরিচালনার জন্য তুষার ঘোষ (যুগ্ম সম্পাদক পূর্ব বর্ধমান জেলা বাস মালিক অ্যাসোসিয়েশন), চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজ্ঞান কর্মী), মেহেবুব আলম, স্বপন বিশ্বাস, নজরুল ইসলাম-কে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। এই কনভেনশনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রমিক নেতা তুষার মজুমদার। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন পূর্ব বর্ধমান জেলা বাস মালিক এসোসিয়েশন তুষার ঘোষ, বিজ্ঞান আন্দোলনের পক্ষে অধ্যাপক চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনজীবী রামেন্দ্রসুন্দর মণ্ডল, ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষে আমজাদ হোসেন, বাস মালিক অতনু ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নুরুল হক, শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে দীপঙ্কর দে, দক্ষিণ দামোদরে বাসস্ট্যান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সন্দীপ মণ্ডল, বি. বি. ঘোষ রোডের ব্যবসায়ী অপূর্ব রায়, বাস মালিক চন্দ্রশেখর মাঝি, মানু সামন্ত প্রমুখ। কনভেনশনে আগামী দিনে আরও বড় আকারে বর্ধমান শহরের সমাজের সমস্ত অংশের মানুষকে নিয়ে সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কনভেনশন শেষে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে শ্রমিক নেতা নজরুল ইসলাম আগামী ১ মার্চ প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

গান্ধীজির ৭৬তম শহিদদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ জানুয়ারি : সারা রাজ্যের সাথে মহাত্মা গান্ধীজির ৭৬তম শহিদদিবস পালিত হয় পূর্বস্থলীতে। সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে পাটুলি স্টেশন বাজারে অনুষ্ঠিত শহিদ দিবস পালনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, হাসিবুল সেখ, অনুপ ঘোষ, কার্তিক দাস, বীরেশ্বর নন্দী, বিনকাশিম সেখ, প্রদীপ কুমার সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, সুনীল মজুমদার।

এদিন মেমারি চকদিঘী মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়। সভা পরিচালনা করেন, মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত কুমার। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন, কৃষক নেতা জয়দেব ঘোষ, ও জেলা নেতা সুকান্ত কোঙার। নেতৃবৃন্দ বলেন, ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীকে আরএসএসের স্বেচ্ছাসেবক কর্মী নাথুরাম গডসে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। আমরা আজকে এই দিনটিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দিবস হিসেবে পালন করতে চাইছি এবং জাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একসাথে ভারতবর্ষের ঐক্যকে বজায় রাখতে পারে তাই আমরা এই অবস্থানের মধ্য দিয়ে মানুষকে সমস্ত কিছু ঘটনা জানাবার চেষ্টা করছি।

গলসী বাজারের পূর্ব বাস স্ট্যান্ডে গলসী-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে গান্ধীজিকে হত্যার প্রতিবাদে শহিদ দিবস পালন করা হয়। শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পথসভার সূচনা করেন কৃষক নেতা সাইফুল হক, রামপ্রণয় গাঙ্গুলি ও মুস্তাক হোসেন।

বর্ধমানের গর্ব অধ্যাপিকা কুন্তলা লাহিড়িকে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : এক সময়ের বর্ধমানবাসী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষিকা, বর্তমানে Australian National University তে কর্মরত প্রফেসর কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত পেলেন অস্ট্রেলিয়া সরকারের দেওয়া ওই দেশের দ্বিতীয় উচ্চতম সম্মানের পুরস্কার "the Officer of the Order of Australia"। তাঁর এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমরা সকল বর্ধমানবাসী, পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং ভারতবাসী গর্বিত কারণ এই তিনটি পরিচয়ই তিনি আজও বহন করেন। এই পুরস্কার তিনি পেলেন প্রাকৃতিক সম্পদ এবং লিঙ্গ অসাম্যের ওপরে তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা, লেখালেখি এবং উচ্চশিক্ষায় পড়ানোর জন্য। উনি গবেষণা এবং লেখালেখি দিয়ে ভারতীয় ভূগোলকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছেন। তাঁর বাংলায় লেখা

—এরপর চারের পাতায়

বাঁকুড়া জেলার সিপিআই(এম) নেতা মনোরঞ্জন পাত্র-কে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জানুয়ারি : মনোরঞ্জন পাত্র কৃষক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা এবং সিপিআই(এম) বাঁকুড়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ১ বছর ১ মাস ৮ দিন মিথ্যা মামলায় আইনী লড়াইয়ের পর মুক্ত হয়ে আজ সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা দপ্তরে সংবর্ধিত হন। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী সহ বাঁকুড়া জেলার নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য, গত ২০১০ সালের ৩০ জুন বাঁকুড়ার তালডাংরায় একটি ঘটনায় পুলিশ ও তৃণমূল কংগ্রেস যৌথভাবে

—এরপর চারের পাতায়

কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে মিছিল, পথসভা এবং বাজেটের নকল কপি পোড়ানো হয়। প্রাদেশিক কৃষকসভার কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটি ও বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে এদিন মিছিল শুরু হয় সেনেরডাঙ্গা পার্টি অফিস চত্বর থেকে। সারা সেনেরডাঙ্গা বাজার পরিক্রমা শেষে পথসভা ও বাজেটের নকল কপি পোড়ানো হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন, জয়দীপ ভট্টাচার্য, পীযূষ চ্যাটার্জি প্রমুখ।

ধাত্রীগ্রামে প্রাদেশিক কৃষক সভার কালনা-১ আঞ্চলিক কমিটি ও বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি সুকুল সিকদার।

মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ ফেব্রুয়ারি : পরীক্ষা কেন্দ্রে সময়ে পৌঁছতে পারবে কিনা সংশয় নিয়ে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয় ২ ফেব্রুয়ারি। প্রতি বছরের রীতি ভেঙে পর্ষদ এবার ১২ টায় শুরু হওয়ার পরিবর্তে ১০ টায় পরীক্ষা শুরু করে। বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হয়েছে। জীবনের প্রথম কঠিন ইংরেজি পরীক্ষা দিয়ে খুশি ছাত্রছাত্রীরা। যদিও অভিভাবকরা রীতিমতো সংশয়ে দিন

—এরপর চারের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগে রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব ও গুণীজন সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির আয়োজনে ষোড়শ রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হল এ.বি.টি.এ হলে। মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছিল প্রয়াত অধ্যাপক ও কবি অজয়রঞ্জন বিশ্বাসের নামে। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি তথা কবি অরুণ মজুমদার। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মহাশ্বেতা চ্যাটার্জী। উৎসবের সূচনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'নতুন চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক রত্না রশিদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি কুশল দে, বাচিক শিল্পী ও লেখক দেবেশ ঠাকুর। চিত্রশিল্প, পত্রিকা সম্পাদনা, কবিতা, সাংবাদিকতা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশেষ উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য ছয় জন প্রবীণ মানুষকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। চিত্রকর শিবশংকর কুণ্ডুকে 'কল্যাণ ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মাননা', সমর মুখোপাধ্যায়কে 'আব্দুর রশিদ চৌধুরী স্মৃতি সম্মাননা', শিশু ও কিশোর সাহিত্য প্রকাশক ও জনস্বাস্থ্য সংগঠক ধীরেন্দ্রনাথ সুরকে 'সলিল ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মাননা', কবি শম্ভু ঘোষকে 'শম্ভুনাথ বটব্যাল স্মৃতি সম্মাননা', সাংবাদিক ও লেখক সত্যনারায়ণ মাজিলাকে 'গোপীকান্ত কোনার স্মৃতি সম্মাননা' ও বরেণ্য চিকিৎসক গীষ্পতি চক্রবর্তীকে 'চিত্তরঞ্জন ঘোষাল স্মৃতি সম্মাননা' প্রদান করা হয়। সম্মানিত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের লক্ষ্য, আগামী কর্মসূচি এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মন্তব্যগুলিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগঠন উদ্যোগ নেবে বলে মত প্রকাশ করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক তথা বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের নিজস্ব পত্রিকা 'চারুবাক'-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। উৎসবের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠান কল্যাণী ভট্টাচার্য, সুলেখা কোঙার। দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় কবিতা পাঠের আসর। পূর্ব বর্ধমান সংলগ্ন ছয়টি জেলা থেকে মোট ১৫৬ জন কবি তাঁদের কবিতা পাঠ করেন।

নতুন চিঠি

৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

রামরাজ্যের নমুনা

২২ জানুয়ারি ঘটা করে রামমন্দির উদ্বোধন হয়ে গেল, মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাজটি করলেন কোনো ধর্মগুরু নন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যিনি সংবিধানের প্রতি অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার শপথ নিয়েছেন তাঁর পক্ষে একাজ করা নিতান্তই অবিধেয়। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থই হল যিনি রাষ্ট্রপ্রধান তিনি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পরিসরে কোনো ধর্মের প্রতিই পক্ষপাত প্রদর্শন করবেন না। অবশ্য বদলে যাওয়া ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার মানে পাল্টেছে। এখন শব্দটার অর্থ ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে দূরত্ব নয়, তাতে সচেতন অংশগ্রহণ। কেউ কেউ মন্দির-মসজিদ-চার্চ সব জায়গায় পা দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ সাজতে চায়। কারুর সে দায় নেই, কেউ কেউ তাই ঘোষিতভাবে ধর্মবিশেষের প্রতি প্রকাশ্যে অনুরাগ প্রদর্শন করে।

সে যা হয় হোক, রামমন্দিরে রামলালার মূর্তি স্থাপনের প্রতীকী তাৎপর্য হল রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ দেশের নাগরিকরা যাতে সুশাসন পায় তা সুনিশ্চিত করা। কিন্তু বিগত দু'সপ্তাহে কী দেখলাম আমরা? তেলেঙ্গানায় দৌলতাবাদে ফল বিক্রেতার দোকানে আগুন দিয়ে মন্দির উদ্বোধনের উদযাপন হল। পুনের এফটিআই-এ আনন্দ পটবর্ধনের ডকুমেন্টারি 'রাম কে নাম' প্রদর্শনকে কেন্দ্র করে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে দিতে ক্যাম্পাসে ঢুকে বেপরোয়াভাবে হামলা চালাল। এই দুই ঘটনা থেকেই বোঝা গেল কী রামরাজ্য দেশবাসী উপহার পেতে চলেছে। বিহারে যে নীতীশকুমারের বিরুদ্ধে বিজেপির এত অভিযোগ তিনি পাল্টি খেয়ে নির্মল হয়ে গেলেন। ফলে সকালে ইস্তফা দিয়ে, দুপুরে বিজেপির সমর্থন সুনিশ্চিত করে বিকেলে তিনি আবার মুখ্যমন্ত্রীত্বের শপথ নিলেন। বিজেপির সুনৈতিক শাসনের (?) কল্যাণে সেখানে রাতরাতি শাসক-বিরোধী শিবির বদলে গেল। এখানেই শেষ নয়। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন গ্রেপ্তার হলে প্রথমে পরিষদীয় নেতা চম্পাই সোরেনকে সরকার গড়ার আইনি অধিকার ঝুলিয়ে রাখা হল যাতে সেখানে ঘোড়া কেনা বেচা করে ঘুর পথে ক্ষমতা দখল করা যায়।

অর্থাৎ গণতন্ত্র, নৈতিকতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি মূল্যবোধগুলির এই রামরাজত্বে কোনো গুরুত্বই নেই। এই রামরাজ্যে রাজস্থানের আজমিরে প্রকাশ্যে দলিত বালককে শুধু নিগৃহীত হতে নয়, প্রস্রাব খেতে হয়েছে। এই রামরাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে শাসকপোষিত গুন্ডা স্কুলে ঢুকে ছাত্রের সামনে শিক্ষকদের নিগ্রহ করে ছাড় পেয়ে যায়। এই রামরাজ্যে অভাবের তাড়নায় শিশুবিক্রি করতে বাধ্য হয় মা। আসলে মসজিদ ভেঙে রামমন্দির নির্মাণ যেমন এক পরিকল্পিত রাজনৈতিক অভিসন্ধি, ভোটের মুখে প্রাণপ্রতিষ্ঠার আয়োজনও তেমনই ক্ষমতা দখলের অভিসন্ধি থেকেই করা। দেশবাসীকে এটা বুঝতে হবে, বোঝানোর দায়িত্ব প্রকৃত বিরোধী দলগুলোর। ছদ্মবিরোধী দলের সে দায় নেই।

প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ কেন্দ্রীয় বাজেট

ভাস্কর গোস্বামী

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ভোটের আগে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করলেন। এই নিয়ে টানা ছয় বার। যেকোনো কেন্দ্রীয় বাজেটের একটা ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। কিন্তু এবারের অন্তর্বর্তী বাজেট একটি ব্যতিক্রমী বাজেট হিসেবে গণ্য হবে। কেন ব্যতিক্রমী তার কিছু উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

গত বছরে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দর মধ্যে ৮০ হাজার কোটি টাকা খরচই করতে পারেনি মোদি সরকার। গত পাঁচ বছরে এভাবেই ফেরত গিয়েছে কৃষি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ এক লক্ষ কোটি টাকা। নির্বাচনের আগে বাজেটে যা বলা হল, তাকে এককথায় বলা যায় ভোটের দিকে তাকিয়ে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি! লক্ষ্য মহিলা, যুব, কৃষক ও শহরে ছোট, তরুণ ডিজিটাল প্রজন্ম। উপর্যুপরি কিছু বিশেষ শ্রেণির কর্পোরেটদের গছানোর বাজেট করেছেন অর্থমন্ত্রী। ফেরিওয়ালার মতো বিলিয়েছেন 'অমৃতকাল' আর 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন। অথচ স্বপ্নপূরণের অর্থ কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে বাজেটে কোনো বাক্য ব্যয় করেননি। একদিকে 'বিকশিত ভারত' নির্মাণের কথা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলছেন। অন্যদিকে দেশের অর্থনীতি কিন্তু ক্রমে ডুবছে। অর্থনীতির ভরাডুবির কারণ রেকর্ড বেকারত্ব ও কর্মসংস্থানের অভাব, অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি আর বেহিসাবি সরকারি কোষাগারের টাকা অপচয়। শুধু বৃদ্ধির হারের দিকে তাকালে হবে না, দেশের রাজস্ব ও আর্থিক ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারি, বৈষম্য প্রভৃতি ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে। কোন পথে রাজকোষের সঞ্চয় এবং দেশে নিয়োগ বৃদ্ধির মতো বিনিয়োগ বাড়বে, তার দিশা নেই এই বাজটে।

এই বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে, মহিলাদের আয় বাড়াতে ৩০ কোটি টাকার মুদ্রা লোন বরাদ্দ। উদ্দেশ্য স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য করা। এছাড়া গ্রামীণ মহিলাদের নামে বাড়ি করে দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায়। নিঃসন্দেহে উত্তম প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে চার মাসের ভোট অন অ্যাকাউন্টে এসব করা অসম্ভব। এরকম অনেক প্রতিশ্রুতি এই বাজেটে দেওয়া হয়েছে আসলে যা শাষক দলের নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার কৌশলেরই অঙ্গ।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ আছে এবারের অন্তর্ভুক্তি বাজেটে। ইতিপূর্বে স্বাধীন ভারতে যতগুলো বাজেট হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কর্মসংস্থানের উল্লেখ ও তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়। অদ্ভুতভাবে এই অন্তর্বর্তী বাজেটে সরকারি কোন ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের কোন উল্লেখ নেই।

সরকারে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া কেন্দ্রীয় বাজেট এক নজিরবিহীন ঘটনা। এর থেকে সরকারি নীতির অভিমুখ সহজেই অনুমান করা যায়। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির আশা ত্যাগ করার বার্তা রয়েছে এই বাজেটে।

মোদি সরকারের কেন্দ্রীয় বাজেটের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলেকেরই খেয়াল থাকে না। প্রথা অনুযায়ী ২০২১ সালে জনগণনা হওয়ার কথা ছিল। তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল এখনো কেন্দ্রীয় জনগণনা শুরু করা যায়নি। দেশের আর্থসামাজিক বিন্যাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকে সরকারি সামাজিক নীতি ও তার বন্টন। জনগণনার ভিত্তিতে উপভোক্তাদের চিহ্নিতকরণ করা যায়। খুবই দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখনকার কেন্দ্রীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও তার বরাদ্দ নির্ভর করে আছে ২০১১ সালের জনগণনার তথ্যের ভিত্তির ওপর! এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় কতটা আন্ডারএস্টিমেটেড হয়ে আছে বাজেট বরাদ্দ বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে।

আমাদের আরো দুর্দশা বেড়ে যায় যখন অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ঘোষণা করলেন 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর অপরিবর্তিত থাকছে।' ভোটমুখী বাজেটে শাসক দলের কাছে একটা অন্যতম হাতিয়ার মানুষের কাছে পৌছানো বা জনমানসে দাগ কাটা। কিন্তু এই বাজেট সেই পথে হাঁটেনি। কারণ তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে ভোট হয় মন্দির দিয়ে, বাজেট বা জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থানের ওপর নয়। চরম ঔদ্ধত্যের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া যায়। সুতরাং ভুল কর্মসূচি থেকে মূল কর্মসূচির এই লড়াই আপসহীনভাবে আগামী দিনে চালিয়ে রাখা উচিত।

মধুসূদন দত্তের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা : মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বর্ধমানের 'আয়না কালচারাল সেন্টার'। ২৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মহাসমারোহে মধুসূদনের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী পালিত হয় বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে। সভাগৃহ উপচে পড়া ভিড়ে শিশুশিল্পীদের নিখুঁত উচ্চারণে মাইকেলের বিভিন্ন কবিতার আবৃত্তি ও তাঁর জীবনালেখ্য বর্ণনা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। মহাকবির 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা', দুটি প্রহসনে বড়দের শ্রুতি অভিনয় ছিল চিত্তাকর্ষক। সাহিত্যিক স্বপ্নকমল সরকারের হাতে 'শ্রুতিবাক' পত্রিকার মাইকেল মধুসূদন বিশেষ সংখ্যার আবরণ উন্মোচিত হয়। সংস্থার কর্ণধার দেবেশ ঠাকুর ও স্বপ্নকমল সরকার তাঁদের প্রাঞ্জল আলোচনায় তুলে ধরেন মাইকেলের জীবন ও সাহিত্যকীর্তির বিভিন্ন দিক। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামল হুই, অর্ণব সিনহা, সেখ জাকির হোসেন প্রমুখ গুণীজনও। সভায় সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন সায়নী ও বর্ণালী নাগ। মনামী ঘোষের অনবদ্য সঞ্চালনা অনুষ্ঠানটিতে অন্য মাত্রা যোগ করে।

নকল মোবিল উদ্ধার করলো মেমারি থানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির কেজা গ্রাম থেকে প্রায় ১৩০০ লিটার নকল মোবিল উদ্ধার করলো পুলিশ। অভিযোগ মেমারির কেজা এলাকার বাসিন্দা সৈয়দ মাকসুদ হোসেন নিজে মোবিল তৈরি করতেন। বাজার চলতি নামিদামী কোম্পানির মোবিলের লেভেল সাঁটিয়ে সেই মোবিল বিক্রি করতেন অধিক মুনাফা লাভের জন্য। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ অভিযান চালায় কেজা গ্রামে অভিযুক্তের বাড়িতে। সেখানেই বিপুল পরিমাণে নকল মোবিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিশ।

মেমারিতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২ ফেব্রুয়ারি : মেমারিতে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। দুপুর সাড়ে ১২ টা নাগাদ, মেমারির কালশী মোড়ে জিটি রোডের ওপর এক বাইক আরোহীকে একটি ডাম্পার ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মৃত ওই ব্যক্তির নাম সঞ্জিত দাস, বয়স ৫০, বাড়ি পান্ডুয়া। আটক করা যায়নি ঘাতক ডাম্পার ও ডাম্পার-এর চালককে।

বিকল্প চাষে লাভ কৃষকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ জানুয়ারি : আলু, ধান, পাটের মতো চিরাচরিত ফসলের পরিবর্তে বিকল্প ফসলের চাষ শুরু হয়েছে অনেক আগেই। কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী-১ এবং পূর্বস্থলী-২ ব্লকে সেই বিকল্প ফসলের মধ্যে কুল চাষ শুরু হয়েছে। গাজর চাষ করেছেন নন্দগ্রামের কৃষকরা। পূর্বস্থলীর কালেখাতলা, ধীতপুর, সরডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামগুলিতে বিকল্প ফসল হিসেবে আগেলকুল, বাওকুল, সাদা কুলের ব্যাপক চাষ হয়েছে। কুল ইতিমধ্যেই বাজারে আসতে শুরু করেছে। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের দাম ভালোই পাচ্ছেন বলে জানা গেছে। তাই কুল কৃষকদের মুখে এখন চওড়া হাসি। এই এলাকায় কুল চাষ কৃষকদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কারণ এই চাষে উৎপাদন খরচ অনেকটাই কম। কৃষিতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিতে চাষে নিয়ত লোকসানের মধ্যে পড়ছেন কৃষকরা। এই অবস্থায় কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে বিগত বামফ্রন্ট সরকার বিকল্প কৃষির স্লোগান তুলেছিল। কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল—চিরাচরিত ফসলের চাষ কমিয়ে বিকল্প চাষ করার। বামফ্রন্টের বিকল্প কৃষির ভাবনাকে আঁকড়ে ধরেই বর্তমানে বাঁচতে চাইছে কালনা মহকুমার কৃষকরা। যেমন পূর্বস্থলী-১ ও ২ ব্লকের কৃষকরা বাগিচা ফসলের দিকে ঝুঁকেছেন। এখানে কুল, আম, লিচু, পেয়ারা, পেঁপে চাষ তো হচ্ছেই, পাশাপাশি এই বাগিচা ফসলগুলির বীজ ও কলম উৎপাদন হচ্ছে।

গণশক্তি তহবিলে অর্থ সাহায্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ জানুয়ারি : কালনা-২ এরিয়া কমিটির সিপিআই(এম)-এর প্রবীণ নেতা সুধীর ঘটক পাঁচ হাজার টাকা গণশক্তি তহবিলে সাহায্য করেন। পাশাপাশি তিনি সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির তহবিলেও ২৫ হাজার টাকা সাহায্য করেন। মহম্মদ শাহ, সনাতন টুডু প্রমুখের উপস্থিতিতে এই সাহায্য তুলে দেওয়া হয় প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদারের হাতে।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

বন্ধ হল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৩ সাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেলেন। বছর ঘুরতেই ১৯১৪-এর জুলাই মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল প্রায় দু'দশক দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটিয়ে মহাত্মা গান্ধি ভারতে ফিরলেন ১৯১৪ সালের জানুয়ারিতে। তারিখগুলি উল্লেখ করা হল শুধুমাত্র সময়কালটি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে গরবর্তী আলোচনার জন্যে। এই কালপর্বে আমাদের দেশে আরো একটি ইতিহাস রচিত হয়েছিল। ভারতে কর্মরত দুই বৃটিশ রসায়নবিদ অধ্যাপক জে এল সিমনসেন ও অধ্যাপক পি এস ম্যাকমোহন ভেবেছিলেন বৃটিশ এ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য এ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের মতো ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষকদের নিয়ে একটি বার্ষিক সভা করা গেলে দেশে বিজ্ঞান গবেষণা সমৃদ্ধ হবে। ১৯১৪ সালের ১৫-১৭ জানুয়ারি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাঙ্গণে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত ও বিদেশের ১৫৫ জন বিজ্ঞানী ও গবেষক উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জাতিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানের ছয়টি বিভাগে সমকালীন গবেষণায় আলোকপাত করা হয়। বিগত ১০৮ বছরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস আড়ে-বহরে বেড়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে, দেশের প্রধানমন্ত্রীরা সর্বদা এটির উদ্বোধন করেছেন। দেশের সার্বিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অপরিসীম গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এখানে অংশগ্রহণ করেছেন। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁর সাংবাৎসরিক বিজ্ঞানভাবনার রসদ সংগ্রহ করতে এখানে ছুটে আসতেন। আজকের হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভারসিটির পণ্ডিতদের বলতে শোনা যায় দেশে বিগত ৭৫ বছরে কিছুই তো হয়নি। অবশ্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিগত কয়েক বছরের বিজ্ঞান কংগ্রেসের বক্তৃতায়, 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে বারংবার এই বার্তা দিয়েছেন। বিশেষ করে তিনি ১৯৪৭ এর পরের ২৫ বছরের কথা বেশি উল্লেখ করেন কারণ এই সময়ের একটা বড় অংশের প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭-১৯৬৪) ছিলেন পণ্ডিত নেহরু। আসুন, এই সময়ের ইতিহাসটা একটু দেখি।

১) দেশ স্বাধীন হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেহরু মন্ত্রীসভা সম্পন্ন করেছিলেন। প্রথমটি সংবিধান রচনা (১৯৫০) ও দ্বিতীয়টি অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন (১৯৫২)। মনে রাখতে হবে সংবিধান রচনার মূল কারিগর ড. বি আর আম্বেদকর কোন সূত্রেই গান্ধি বা নেহরুভক্ত ছিলেন না। প্রথম নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক সুকুমার সেনের কৃতিত্ব আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে আজকের লোকসভা বা রাজ্যসভায় সরকারি দলের কীর্তিকলাপ নিশ্চয় আমরা স্মরণে রাখবো।

২) ভাকরা-নাঙ্গাল ড্যামের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৪৮ সালে, শেষ হয় ১৯৬৪-তে। এই বাঁধের সেচ প্রকল্পই ছিল ভারতের সবুজ বিপ্লবের জিয়ন কাঠি। ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা ১৯৬৪-তে। ধান উৎপাদনে ভারত সারা বিশ্বে দ্বিতীয়। বর্তমানে ক্ষুধার সূচকে ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১১১-তম। ২০১৪-তে অবস্থান ছিল ৫৫-তম।

৩) স্বাধীনতার প্রথম পঁচিশ বছরে প্রতিষ্ঠিত মৌলিক বিজ্ঞান সংস্থাগুলি হল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR), ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ICAR), কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (CSIR), এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন (AEC), ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এন্ড এডুকেশন (DARE), ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (DST), ডিপার্টমেন্ট অফ এ্যাটমিক এনার্জি (DAE), ডিফেন্স রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (DRDO), ডিপার্টমেন্ট অফ ওসিয়ান ডেভেলপমেন্ট (DOD), ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রনিক্স (DOE), ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি (PCL), ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি (NCL)। হোমি ভাবা, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মূল কাণ্ডারী ছিলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। স্মরণে রাখছি, বিগত দশ বছরে সর্দার প্যাটেলের সুউচ্চ মূর্তি আর রামমন্দির।

৪) HAL, BEL, CEL, BHEL, Hindustan Antibiotics Ltd–ONGC-এর মতো কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার পরবর্তী পঁচিশ বছরে।

৫) দেশে উচ্চমানের প্রযুক্তিবিদ ও কর্পোরেট লিডার তৈরি করতে প্রথম পঁচিশ বছরে দেশে পাঁচটি আই আই টি ও তিনটি আই আই এম চালু হয়েছিল।

৬) পারমাণবিক শক্তিতে স্বনির্ভর হওয়ার পরিকল্পনা এই সময়েই নেওয়া হয় ও ১৯৭৪-এ শান্তির লক্ষ্যে পোখরানে প্রথম পরমাণু বিস্ফোরণের পরীক্ষা চালানো হয়।

৭) আজকের সফল চন্দ্রায়ন-৩ বা আদিত্য এল-১-এর কালানুক্রম হল ১৯৬২-তে ইসরো-র প্রতিষ্ঠা ও পরে ১৯৭২-এ ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেস রিসার্চের যাত্রা। মহাকাশ গবেষণায় আমরা শুধু মাত্র স্বনির্ভর নই, বরং বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশকে নির্ভরযোগ্য পরিষেবা সরবরাহ করছি।

এই তালিকা আরো দীর্ঘায়িত করা যায়, কিন্তু তা অপ্রয়োজনীয় কারণ আমাদের গণতন্ত্রের অর্জন অনেক ঘাম, রক্ত আর অপরিসীম শক্তি সাধনার ফল। দুশো বছরের নির্মম অত্যাচারের পর আমাদের দেশে দরিদ্র মানুষ ছিল ৭৫ শতাংশ, সাক্ষরতার হার ২৮ শতাংশ, গড় আয়ু ২৭ বছর, রোগ-ভোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিত্যসঙ্গী। বহু বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামীকে হারিয়েও আমাদের সামনে একগুচ্ছ দূরদর্শী, দেশপ্রেমী নেতা তখনও জীবিত ছিলেন। প্রথম প্রধানমন্ত্রী ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট গভীর রাতে বলেছিলেন, ''অনেক বছর আগে, আমরা ভাগ্যের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলাম। এখন সময় এসেছে যখন আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করবো, পুরোপুরি বা কোন পরিমাপের মাপকাঠিতে নয়, বরং খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে। মধ্যরাতে, সারা বিশ্ব যখন ঘুমিয়ে আছে, ভারত তখন জীবন ও স্বাধীনতার জন্য জেগে উঠছে। ইতিহাসে এমন মুহূর্ত বিরল, যখন আমরা পুরানো যা কিছু বর্জন করে নতুনের দিকে এগিয়ে চলি। একটি যুগের সমাপ্তি ঘটে, একটি অবদমিত জাতির অন্তরাত্মা জেগে ওঠার ভাষা খুঁজে পায়।'' হতবাক হয়ে যেতে হয়, যখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে গত আট বছরে ভারতের উন্নয়নে যে কাজ হয়েছে বিগত পঁচাত্তর বছরে তা হয়নি।

ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেস ১৯৬২-৬৩ সাল থেকেই সারা দেশে জনপ্রিয় বক্তৃতার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও গঠনমূলক কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত দেশের সত্তেরোটি কেন্দ্রে এই কাজ পরিচালিত হবার পর সিদ্ধান্ত হয় আঞ্চলিক স্তরে আরও গভীরভাবে এই কাজ প্রসারিত হবে। একুশ শতকের প্রথম দশ বছরেও এই সম্প্রসারণ অব্যাহত থেকেছে। ব্যতিক্রমী ঘটনা শুরু হল বিগত আট-ন'বছরে। সামগ্রিক ভাবে মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণায় সরকারি অনুদান কমতে শুরু করল। সরকারি বেসরকারি ভাবে অবৈজ্ঞানিক ভাবনার প্রসারকে প্রশ্রয় দেওয়া হল। কোভিড পর্বে যার ঘৃণ্যতম রূপ আমরা দেখেছি। আমরা এটাও দেখেছি যে, সারা বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা কম খরচে দেশীয় ভ্যাকসিন তৈরি করেছেন। একদিকে মঙ্গল অভিযান, চন্দ্র-অভিযানের বৈজ্ঞানিক সাফল্যকে আত্মসাৎ করা, অন্যদিকে নিউটন- আইনস্টাইন-হকিন্সকে অস্বীকার করা আজকের কেন্দ্রীয় শাসক দলের একমাত্র প্রচেষ্টা। বর্তমান শাসককুল তাই শতাব্দী-প্রাচীন বিজ্ঞান কংগ্রেস বন্ধ করে দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সঙ্ঘপরিবার আশ্রিত বিজ্ঞান ভারতীর তত্ত্বাবধানে ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফেস্টিভ্যাল সংগঠিত করা হবে। আসলে সঙ্ঘপরিবারের বিজ্ঞানীদের সাহায্যেই বিদ্যালয়শিক্ষা থেকে বিবর্তন তত্ত্ব, পর্যায় সারণী বাদ পড়েছে। আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে মাধ্যাকর্ষণ সূত্র লিখিত আছে, এমন পাঠমালা বিজ্ঞানের বইতে পড়ানো হবে। কিন্তু কে লিখবে সে বই। কোন বিজ্ঞানী এমন আহাম্মক সাজতে রাজি নন। একজন মন্ত্রীকে দিয়ে বলানো যায় যে বানর থেকে মানুষ হওয়া তিনি নাকি জীবনে দেখেননি, কিন্তু বিজ্ঞানের কোন ছাত্র এইসব বোকামিকে প্রশ্রয় দেবে! বিগত কয়েক বছরে বিজ্ঞান কংগ্রেস তার গৌরব হারাতে শুরু করেছিল। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী থেকে নামি দামি প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে সরে আসতে শুরু করে। গবেষণাপত্রের মান কিংবা আলোচনাসভাগুলির বক্তব্য কেমন যেন অপরিণত, বিজ্ঞানের ছায়ায় অপবিজ্ঞানের চর্চা। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ সিংহভাগ অর্থ সাহায্য করে থাকে। কোভিড মহামারির সময়ে ২০২১ ও ২০২২-এ বিজ্ঞান কংগ্রেস সংগঠিত হয়নি। ২০২৩-এ পাঁচ কোটি টাকা অর্থবরাদ্দ হয়। বিভিন্ন সময়ে সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলিও বিজ্ঞান কংগ্রেসে অর্থ সাহায্য করে থাকে। কিছু বাড়তি তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এ বছর নির্ধারিত লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে জলন্ধরের লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হয়। ২০১৯ সালেও লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের আসর বসেছিল। তবে এবারের এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর ইতিবাচক চোখে দেখেনি। এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও এই বিতর্ক থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। মহাশক্তিমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য কোথাও এত বড় কর্মসূচি গ্রহণ করা কঠিন। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তাই কোনো ইতিবাচক উদ্যোগ নেই। সর্বশেষ যা খবর, হায়দ্রাবাদের জহরলাল নেহরু টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজ্ঞান কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছে। সদর্থক কোনো উত্তর এখনো আসেনি।

স্বাস্থ্য বাজেটের মুখ ও মুখোশ

অশ্বিনী কুমার

এমন কোনো পরিবার আছে কি এ দেশে, যে পরিবারের কোনো সদস্য ওষুধ খাচ্ছেন না? অর্থাৎ কোনো পরিবারে সকল সদস্য রোগহীন, মোটামুটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এ ঘটনা বিরল। শহরে তো বটেই, গ্রামাঞ্চলেও অসুখের বোঝা বেড়ে চলেছে। দলে দলে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আসে চিকিৎসার জন্য। এদের একদল যায় সরকারি হাসপাতালে, আরেকদল পৌঁছায় বেসরকারি পরিষেবার দুয়ারে। এই ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। বহু বছর ধরে ব্যাপারটা এরকমভাবেই চলছে। এই ধরনের পরিষেবা, অর্থাৎ সরকারি ও বেসরকারি, চলছে সমান্তরালে।

বিনিয়োগকারীদের চোখ পড়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে আজ নয়, বহু বছর আগে। পৃথিবীর তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতে স্বাস্থ্যক্ষেত্র বিনিয়োগের এক বিরাট সম্ভাবনাময় উর্বর জমি। বিলুপ্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল ব্যতিক্রম। এছাড়া এখন কিউবা স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্যের দাবি করতে পারে। খোলাখুলি বিনিয়োগ ও মুনাফার রাস্তা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছেড়ে দেয়নি। ইউরোপের কিছু রাষ্ট্র স্বাস্থ্য-পরিষেবা সরাসরি ব্যক্তিমালিকানাধীন মুনাফার নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়নি। এ আলোচনা সারা বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য-পরিষেবার নানা পদ্ধতির দিক টেনে নিয়ে যায় আমাদের। আমরা এখন এ দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টা দেখবার চেষ্টা করব। যদিও এই আলোচনার পরিসর বিরাট, অল্প কিছু বিষয়ের অবতারণা করে আমরা দেখতে চাই এই বিষয়টা এ দেশে কিভাবে চলছে।

জনস্বাস্থ্য সরকারের দায়িত্বে। কেউ আশা করে না, ম্যালেরিয়া, নিয়ন্ত্রণ, নির্মূল, ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা পরিষেবা, জলবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানা বিষয় বিনিয়োগকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পের কথা এসে পড়ে। ২০০৫ সালে ৫ এপ্রিল ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়। এই প্রকল্প সারা দেশে কার্যকরী। তবে আঠারোটি রাজ্যে এই প্রকল্প বিশেষ নজরদারিতে পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি। উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্য, এই প্রকল্পের আওতায় পড়ে। ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি (আয়ুষ) এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। আশাকর্মীরা এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামীণ ভারতের স্বাস্থ্য-পরিষেবা যাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কথা। এসবের পাশাপাশি আমরা আই.সি.ডি.এস-এর বিষয়ে কিছুটা পরিচিত। বিশেষত আই.সি.ডি.এস কর্মীদের নানা দাবি সরকারের কাছে পেশ করার পর এইসব কর্মীদের আর্থিক দুরবস্থার বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। এইসব কর্মীরা নানা অসুবিধা মেনে নিয়ে মাঠে ময়দানে কাজ করে চলেছেন। এইজাতীয় পরিষেবার প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। যখন কোনো সুযোগ নেই, তখন যতটুকু পাওয়ায় যা, এইরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষ এইসব প্রকল্পকে দেখে। ফলে এই জাতীয় পরিষেবায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ উল্লেখ করার মতো নয়।

বর্তমানে রোগ প্রতিরোধের বৈজ্ঞানিক ধারণা অনেকটা এগিয়েছে। ফলে ক্যানসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, স্ট্রোক ইত্যাদি নানা বিষয় জনস্বাস্থ্যের আলোচনার পরিধির মধ্যে এসেছে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানা বিষয় জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রিক কার্যক্রমের মধ্যে এসেছে।

এইসব বিষয়ে জনমানসে যে ধারণা ঘোরাফেরা করে তা খতিয়ে দেখলে স্বাস্থ্য-পরিষেবার হালচাল বুঝতে পারা যাবে কিছুটা। হার্টের অসুখ, স্ট্রোক, চোখের নানা অসুখ। ক্যানসার ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে বেসরকারি চিকিৎসা পদ্ধতি সরকারি পরিষেবার চেয়ে এগিয়ে। যে বিপুল চাহিদা এইসব রোগের চিকিৎসার জন্য তৈরি হয়েছে তা খুব দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করছে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা। সরকারি পরিসংখ্যান খুঁটিয়ে দেখা ও বেসরকারি নানা সংস্থার দ্বারা বাজার মেপে দেখার কাজ বর্তমানে বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। পৃথিবীর সর্বত্র বিনিয়োগের আগে পরিসংখ্যানবিদদের সাহায্যে বাজার খতিয়ে দেখার কাজ চলছে সারা বছর। ফলে কোথায় বিনিয়োগ লাভজনক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের। এর পাশাপাশি আছে সরকারি প্রকল্পের প্রতি সরকারের অবহেলা। যে-সব সরকারি আমলারা এইসব প্রকল্প রূপায়ণের নির্দেশ জারি করেন, এইসব প্রকল্প থেকে তাদের পাওয়ার কিছু নেই। শুধু ভোটপ্রত্যাশী মন্ত্রী, রাজনৈতিক কর্মীদের প্রয়োজন টাকার অঙ্কে নানা স্বাস্থ্য প্রকল্পে কতটা খরচ করা হলো তার খতিয়ান। প্রকল্পগুলি আদৌ কোনো ফল দিচ্ছে কিনা তা দেখার প্রয়োজন সরকারি আমলা থেকে মন্ত্রী কারও নেই। অর্থ বিনিয়োগ করলে কিছু কাজ হবে সন্দেহ নেই। তবে তা ঘোষিত সুফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে অনেক কম। সাধারণভাবে মানুষ এত তলিয়ে দেখে না। সরকার করছে, কিন্তু তেমন কিছু হচ্ছে না, সবই আমাদের ভাগ্য। এভাবে ভাবতে অভ্যস্ত এদেশের বিপুল অংশের মানুষ। মানুষের এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিতে সফল বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা। খবরের কাগজের গোটা পাতা জুড়ে বড় বড় হাসপাতালের বিজ্ঞাপন, বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশনের মুখে, ব্যস্ত শহরের রাস্তার ধারে বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবার হাতছানি। সকলে না হলেও বহু চিকিৎসক বিনিয়োগকারীদের ডাকে সাড়া দেয় নানা সুযোগ-সুবিধার হাতছানিতে। আবার পাশাপাশি সরকারি আমলা-নির্ভর চিকিৎসা পরিষেবার জটিল অঙ্কে পথ হারিয়ে সুভাষ মুখার্জীর মতো মানুষ মৃত্যুর দুয়ারে মুক্তি খোঁজে। এজাতীয় নানা গোলকধাঁধায় পথ হারাচ্ছে স্বাস্থ্য-পরিষেবা। বিপুল পয়সার মালিক যারা, তারা যেখানে যায় চিকিৎসার খোঁজে, সে জায়গা হলো চিকিৎসার সঠিক ঠিকানা, এ ধারণা বহু মানুষের। এর পাশাপাশি সরকারি পরিষেবা যে নৈর্বক্তিক পদ্ধতি, সে বিপুল মানুষের ভিড়ে দিশেহারা সেখানে কারও ওপর ভরসা রাখতে পারে না মানুষ। তাই নিরুপায় সরকারি হাসপাতাল। হাতে টাকা থাকলে বেসরকারি পরিষেবার দ্বারস্থ হয় মানুষ।

দুটি পরিষেবা ব্যবস্থা পাশাপাশি চলছে। রাজনৈতিক দল সরকারি পরিষেবার ঢাক পেটায় ভোট পাওয়ার আশায়। নীরবে মদত দেয় বেসরকারি বিনিয়োগ। একদিকে বিনিয়োগের কথা বলে অনেকে। সেখানে হিসাবটা শুধু

—এরপর চারের পাতায়

ন্যাশনাল কবাডি প্রতিযোগিতায় বাংলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ ফেব্রুয়ারি : এবার ৪৯ তম ন্যাশনাল কবাডি প্রতিযোগিতার আসর বসছে হায়দ্রাবাদের বাচুপল্লী নগরে। এই প্রতিযোগিতা চলবে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বাংলার বালক ও বালিকা দুই বিভাগের খেলোয়াড়রাই সেখানে পৌঁছে গেছেন। বালক বিভাগের কোচ তুহিন কামলে ও ম্যানেজার ইমরান খান এবং বালিকা বিভাগের কোচ শেখ হাবিব আলী ও ম্যানেজার জিতেন্দ্র সাউ। অংশগ্রহণকারী দলের সাথে সেখানে পৌঁছেছেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত রমা সরকার, প্রাক্তন কোচ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, তুষার কামলে এবং বেঙ্গল এমেচার কবাডি এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল বসু প্রমুখ।

গলসীতে শ্রমজীবী মহিলা কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৪ ফেব্রুয়ারি : গলসি-২ ব্লক খেতমজুর ইউনিয়নের ডাকে ব্লক শ্রমজীবী মহিলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হলো ২ ফেব্রুয়ারি। কনভেনশনে কৃষক নেতা সাইদুল হক, জাফর আলি, বাসুদেব মাঝি, অজয় শী, মনসিজ হোসেন, মহিলা সমিতির মণিমালা দাস ও কাজি জেবুন্নেসা প্রভৃতি নেতৃত্ব হাজির ছিলেন। ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রমজীবী পরিবারের ৩০-৩৫ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনে রাজ্যে চাকরি দুর্নীতির সঙ্গে রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন, রেশনে মাল কম দেওয়া এবং আঙুলের ছাপ নেওয়া বন্ধ করার কথা বলা হয়। সেই সঙ্গে সকলকে ডিজিটাল কার্ড দেওয়ার দাবি জানানো হয়। এছাড়াও ১০০ দিনের বকেয়া মেটানো এবং কাজ চালু। এসব বিষয়ে আলোকপাত করে আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন নেতৃত্ব।

বাঁশের সেতুই পারাপারের ভরসা মানুষের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ ফেব্রুয়ারি : আজও নির্মিত হয়নি বেহুলা নদীর উপর পাকা সেতু। ফলে কালনা দুই ব্লকের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কেলেনই ও সর্বমঙ্গলা গ্রামের মানুষের নদী পারাপারের ভরসা সেই ঝরঝরে বাঁশের সেতুই। কেলেনই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বেহুলা নদী। নদীর অপর পাড়ে সর্বমঙ্গলা গ্রামের অবস্থান। এই দুই গ্রামের মানুষকে নিয়ত নদী পারাপার করতে হয় নানা কাজে। অফিস, আদালত, স্কুল, বাজার হাট, হাসপাতাল তো বটেই চাষ আবাদের জন্য বেশি নদী পারাপার করতে হয়। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে খেতমজুরদের কাজ নেই এলাকায়। তাদের কাজের সন্ধানে কালনা স্টেশনে ট্রেন ধরে যেতে হয় কাটোয়া বা হুগলির বলাগড়ে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কয়েক বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েত একটা পাকা ফুট ব্রিজ করে দেবে বলে নদী পাড়ের গাছগুলি কেটে নিয়ে যায়। কিন্তু ফুট ব্রীজের কথা থেকেই গেছে, বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে

—প্রথম পাতার পর

কাটাচ্ছে প্রতিদিন প্রশ্ন ফাঁসের খবরে।

গত বার জেলায় পরীক্ষার্থী ছিল ২২,৯৪৮ জন। এ বার সেই সংখ্যা দ্বিগুণের কাছাকাছি। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪১,৬০৬ জন। যদিও নবম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিল ৫০,৬৫৩ জন। অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেসের জেলার সভাপতি রূপক রায় বলেন, ৯ হাজারের উপর ছাত্রছাত্রী অ্যাডমিট কার্ড নেয়নি। অর্থাৎ স্কুল ছুট হয়ে গেল নয় হাজার। এ বছর জেলায় মূল পরীক্ষা কেন্দ্র হয়েছে ৬০টি, গত বছরের চেয়ে ৩৬টি কম।

এদিকে পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিনেই হেল্প ডেস্ক নিয়ে শাসক দলের কর্মীদের সঙ্গে এস.এফ.আই কর্মীদের সঙ্গে বচসা বাঁধে। এবিষয়ে এসএফআইয়ের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরী বলেন, রাজ্য সরকারের অবিবেচনার কারণে পরীক্ষার সময় দু'ঘন্টা এগিয়ে আনা হয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীরা খুব সমস্যায় পড়ছে। গোটা জেলাতেই প্রতিবারের মতো এবারেও প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে সাহায্য করার জন্য হেল্প ক্যাম্প করা হয়েছে। ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সনৎ বক্সি এসে ক্যাম্পের সামনে হম্বিতম্বি করেন। বাধা দেন। হেল্প ক্যাম্পে থাকা আমাদের কর্মীদের উঠিয়ে দিতে চান। আমাদের ছেলে-মেয়েরা চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করেন। কেউ সরে যাননি। নির্দিষ্ট সময়েই ক্যাম্প শেষ হয়েছে। তৃণমূলের এক কাউন্সিলার বলেন, আমি বাধা দিইনি। এটা আমার ওয়ার্ড। আমি এখানে আসতেই পারি। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

পাখি-চোখ-৬৩

রত্না রশীদ

তো, স্বপ্নে তো প্রোগ্রাম চলছিল রামলালা দর্শন করার ব্যাপার স্যাপার। স্বপ্নের প্রোগ্রাম যখন, তখন দিদির সঙ্গে একটু বেশিক্ষণ তর্কাতর্কি তো করাই যায়। দেখি, দিদির আগ্রহ কতদূর টেনে নিয়ে যেতে পারে—

দিদি—কিরে, তুই সত্যি রাজি তো?

—আরেকটু ভাবি।

—এখানো ভাববি? কখন থেকে বলছি তোকে।

—সমস্যা আছে রে।

— কি সমস্যা! টাকা তো আমি দেবো বলছি।

—তুই কি টাকা আর ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কিছু বুঝিস না?

—তবে কি সমস্যা? রামলালা ট্রাভেলস্-এর তো সব দায়িত্ব, টাকা ফেললেই নিশ্চিন্ত।

—বাস না ট্রেন? কিসে করে নিয়ে যাবে?

—তুই যেটাতে বলবি। প্লেনেও নিয়ে যেতে পারে। টাকা একটু বেশি দিলেই হবে।

—তবে প্লেনেই চল্।

—ঠিক আছে। তুই যা বলছিস তাই হবে।

অতঃপর তীর্থযাত্রী আমার মণিদিদি তার মন প্রস্তুত করার পর পুঁটলি প্রস্তুত করতে বসলেন।

ছুঁচিবাই ঠাকুর দেবতা মানা মানুষ, বাইরের কোন খাবার মুখে তুলবে না। আমি বললাম—এতো বাঁধাবাঁধির কি আছে। যাবো তো প্লেনে। তাও তো এইটুকু রাস্তা। তাছাড়া চাইলেই ভেজ আইটেম পাওয়া যায় তো। এইটুকু ফ্লাইটে তোমাকে চা-স্ন্যাক্স ছাড়া বেশি কিছু দেবেও না।

—রাখ্ তো ভেজ্, ওদের ভেজ্ মানে পেঁয়াজ রসুন এইসব।

—তুমি তো আমিষভোজী, এ্যাতো বিচার দেখাচ্ছো কাকে?

—সে তো বাড়িতে। তীর্থ করতে যাচ্ছি, শুদ্ধাচারে যেতে হবে তো। না, যে কদিন তীর্থ করবো নিরিমিষি খাবো। ওদেশে মাছ, মাংস চলে না, তো যে দেশের যেমন নিয়ম মানতে হবে তো।

এইসব এলেবেলে কথার চাষ চলতেই লাগলো সময়ের হিসেব না রেখে। তারপর আবার স্বপ্নের ব্যাপার, সময় বয়ে যেতে লাগলো ঝড়ের মতন।

দুবোনে তো সেজেগুজে লটবহর নিয়ে দমদম নেতাজী সুভাষ বিমান বন্দরে ফ্লাইটের অনেক আগেই গিয়ে পৌঁছলাম। এরপর দায় দায়িত্ব বুঝে নিল 'রামলালা ট্রাভেল এজেন্সি'।

উড়ছি তো উড়ছি, কতো দেশ নদী বসত জঙ্গল পেরিয়ে একটা কেমন ফাঁকা জায়গায় প্লেন নেমে থেমে গেল। আস্তে আস্তে নিশ্চয়ই আমাদের লাটবহর ফেরৎ দেবে। কিন্তু কোথায় কি! রামলালা ট্রাভেল এজেন্সির লোকজন ঝরঝরে মার্কা একটা কার নিয়ে এসে বললো—উঠুন।

—আমাদের জিনিসপত্তর?

—ও যেদিন ফিরত যাবেন সেদিন মিলে যাবে।

—এই ক'দিন কি করে চলবে?

—চোলেন না, বেওস্থা হয়ে যাবে।

হাঁদাগঙ্গারাম আমার ভক্তিমতী মণিদিদি তদ্গত ভাবে গদগদ হয়ে ছ্যাকড়া কারে উঠে বসলো। আমি তার অনুগত লক্ষ্মণ বোন।

তারপর রামলালা দর্শনে এগোতে লাগলাম ক্রমশ। এ কেমন একটা দেশরে বাবা! আমাদের দেশের মতো (বাংলা) এক হাত দূরে দূরে মিষ্টি সিঙ্গারা কচুরির দোকান নেই। চায়ের দোকান নেই। একটু টুক করে নেমে যে খেয়ে নেবো তার উপায় নেই। আর কী যে ছাতার মাথা 'রামলালা ট্রাভেল এজেন্সি'—একটু গলা ভেজানো চা-নাস্তার ব্যবস্থাও রাখেনি গো! দিদি এ্যাতো পরিপাটি করে যে শুকনো খাবারগুলো সব সঙ্গে নিলো, সেগুলোও সঙ্গে করে আনতে দিল না। শুকনো মুখে পুণ্যি বেশি হবে, কিন্তু আমার পেটে লাগাতার ছুঁচোর ডন বৈঠক চলছে।

অনেক অনেক দূর উপোষী ভ্রমণের পর একটা পাথর দেখিয়ে এজেন্ট বললো—'হিঁয়া পর রাম লালাজী দোস্তো কে সাথ খেলতে থে...পরণামী দেও, নমন করো'। দিদি সঙ্গে সঙ্গে প্রণামী বাক্সে টাকা ঢুকিয়ে টিপ করে প্রণাম সারলো। আমার রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে, টাকাও দিলাম না প্রণামও করলাম না। আবারও কিছুদূর গিয়ে গাড়ি থামিয়ে বলে,—'হিঁয়া পর রাম লালাজি নে ছুপ ছুপকে সারি গ্রামবালোকো আশমান সে পরসাদ লে কর খাওয়াতে থে।'

দিদি পরম ভক্তিতে প্রণামী বাক্সে কড়কড়ে নোট ঢুকিয়ে দিল। আমার দিকে ইশারা করতে আমি এজেন্টকে প্রশ্ন করলাম—তো হমে পরসাদ খিলাইয়ে!

দাঁত কেলিয়ে আমাকে বললো—ও আপকো রামলালাজিকে মন্দির মে মিল যায়েগে। হিঁয়া স্রিফ পয়সা দো ঔর পরণাম করো।

—আমি পয়সাও দেবো না, প্রণামও করবো না।

(চলবে)

বাজেটের মুখ ও মুখোশ

—প্রথম পাতার পর

আর্থনৈতিক লাভ-লোকসানের। পরিষেবার মানবিক দিক এক্ষেত্রে অবহেলিত। 'অর্থহীন' মানবিক মূল্যবোধের কথা যারা বলে তারা বিনিয়োগকারী ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের উচ্চাসনে বসে থাকা মানুষদের চোখে পিছিয়ে পড়া, কল্পলোকের বাসিন্দা। এইসব স্বপ্নবিলাসী অল্প মানুষেরা পরিষেবার মানবিক মুখের কথা বলে বারবার। এরা এমনও অবহেলিত দুর্বল 'তুচ্ছ' মানুষ। এবারের স্বাস্থ্যবাজেট এইসব 'তুচ্ছ' মানুষদের ক্ষীণ কণ্ঠের দাবি নস্যাৎ করার বাজেট। এ বিষয়টা দেরিতে হলেও আশা করি সকলের নজরে আসবে।

সূত্র : Park's Text book of Preventive and Social MedicineZ by K. Park. 27th Edition

প্রবীণ সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ ফেব্রুয়ারি : সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটি এলাকার প্রবীণ সদস্য কার্তিক ঘাটোয়ালের (৭৮) জীবনাবসান হয়েছে। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। খবর পেয়ে ২ ফেব্রুয়ারি সকালে তাঁর বাড়িতে যান সিপিআই(এম)-এর নেতা কর্মীরা। রক্ত পতাকা ও পুষ্প স্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান সনাতন টুডু, মহম্মদ শাহ, নবকুমার বাগ প্রমুখ। পরে তাঁর মৃতদেহ একে একে গোপালদাস পুর, বৈদ্যপুর, সেনেরডাঙ্গা এবং শেষে কালনা শহর এরিয়া কমিটির সিপিআই(এম) অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানান স্বপন ব্যানার্জি, সুকুল সিকদার, কেশব ঘোষ, অরুণাভ চক্রবর্তী প্রমুখ। কালনা শ্মশান ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য হয়। তাঁর স্ত্রী এবং তিন পুত্র সন্তান বর্তমান।

—প্রথম পাতার পর

সর্বোচ্চ সম্মান

বই ভূগোল চিন্তার বিকাশ আজও ভূগোলের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য। আবার তিনি নীতি নির্ধারণের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক, জাতি সঙ্ঘ এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে দরবার করেন সারা পৃথিবীর মেয়েদের জন্য। পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরাও ওঁকে অভিনন্দন জানাই।

—প্রথম পাতার পর

মনোরঞ্জন পাত্র-কে সংবর্ধনা

সাজানো মামলায় মনোরঞ্জন পাত্রকে খুনের মামলায় আসামি করা হয়। সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর পুলিশ আরও সক্রিয় হয়। ২০২২ সালের ২১ ডিসেম্বর এই মামলায় তাঁকে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করা হয়। প্রথমে তিনি দমদম সেন্ট্রাল সংশোধনাগারে এবং পরে ১৫ জুলাই ২০২২ বর্ধমান সংশোধনাগারে স্থানান্তরিত হন। আইনী লড়াইয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসাবে দেখা যায় ঘটনার দিন তিনি উপস্থিত ছিলেন বিধানসভায়, কারণ তিনি ছিলেন তৎকালীন তালডাংরা কেন্দ্রের বিধায়ক। ২০১১ সালেও ওই কেন্দ্রে তিনি জয়ী হন। আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে ২২ জানুয়ারি মুক্ত হন, মাঝখানে ছুটি ও কাগজ তৈরির জন্য এই সময় লাগলো। আজ ৩১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি লাভ করেন। বর্ধমান, বাঁকুড়া সহ সারা রাজ্যের লড়াকু মানুষ তাঁর এই মুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা